দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বৃহস্পতিবার, ১৮ ভাদ্র ১৪১৭, ২ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ ও উত্তরণের উপায়

ড. এম আজিজুর রহমান

২০০০ সালের এক তথ্যমতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয় সংযুক্ত করলে দাঁড়ায় ৩১ ট্রিলিয়ন ডলার শতকরা ৮০ ভাগ বা ২৫ ট্রিলিয়ন ডলার আয় হয় শুধু কয়েকটি উন্নত দেশে। শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বা ৭ ট্রিলিয়ন ডলার উপার্জিত হয় সামগ্রিকভাবে বিশ্বের বাকি সবগুলো উন্নয়নশীল দেশে বিশ্ববাসীর শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ লোক বিশ্ব আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ ভোগ করে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ লোক বিশ্ব আয়ের মাত্র ২০ ভাগ ভোগ করে। দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাংলাদেশে ১৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। বাকি শতকরা ২০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামবাসীর বা শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগই দারিদ্র্যপীড়িত। ওই তথ্য থেকে প্রতিয়মান হয় যে বিশ্ববাসী এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ লোকই দারিদ্র্যপীড়িত। তাই দারিদ্র্যপীড়িতদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়াটাই হচ্ছে বিশ্ব- অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, বলেছেন T.W. Schultz.

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ফাঁদে আটকা পড়েছে বাংলাদেশেসহ বেশকিছু উন্নয়নশীল দেশ। এ দুষ্টচক্রের পিঞ্জিরার আরেক নাম অর্থনৈতিক স্থবিরতা বা low-level equilibrium trap. বাংলাদেশের মানুষের গড়পড়তা আয় কম। স্বল্প আয়ের দরুন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দুটোই অপ্রতুল। আবার কম বিনিয়োগের কারণে উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদশীলতা খুবই কম। ফলে ক্রেতাদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা কম এবং বিনিয়োগের অভাবে আবারও কম মূলধন সৃষ্টি ও কম উৎপাদন ক্ষমতা- এরই সংক্ষেপ নাম দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। আরো সহজ করে বললে বলতে হয়, 'আমরা গরিব কেন? যেহেতু আমরা গরিব' অপর্যাপ্ত বাজার ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্রীর ফলপ্রসূ চাহিদার অভাব, কৃষিভিত্তিক এ দেশে কৃষি পণ্য উৎপাদনের স্বল্পতা, কমদামে কৃষিপণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, অদক্ষ , অর্ধদক্ষ শ্রমশক্তি, উর্বর ভূমি থাকলেও কৃষি ও চাষাবাদ পদ্ধতি অতি মান্ধাতার আমলের, বিনিয়োগকৃত মূলধনের মান ও পরিমাণ দুটোরই অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব এবং অদক্ষ ও নিম্নমানের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিই হচ্ছে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তিত পরিবেশ। দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর অর্পযাপ্ত বাজার ব্যবস্থার দরুন উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা খুবই কম। আবার দারিদ্র্যের কারণেই সীমিত বাজার ও অদক্ষ বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিদ্যমান। মূলধনের চাহিদাও কম।

> দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির জন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে তা হল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দক্ষতার উন্নয়ন, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সমান্তরালভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, দুর্নীতি দমন ও আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতা দূরীকরণ।

প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকে। ঘুরে ফিরে মানুষ পশ্চাতমুখী হয়। উৎপাদনের উপকরণগুলোর উৎপাদনশীলতা কম, অদক্ষ শ্রমিকদের জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব, দক্ষতার অভাব ইত্যাদি সবকিছুর জন্যেই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব হয় না। দারিদ্র্যতার কারণগুলো একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করে এবং সবকিছু মিলে সমাজের গোটা জনসাধারণকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকে ফেলে।

According to Economics. Semuelson and Nordhaus, 18th Edition, Various circle of poverty, one hurdle raises the other hurdle. low incomes lead to low savings. low saving retards the growth of capital; inadequate capital prevents introduction of new machinery and rapid gorwth in productivity, low productivity leads to low income.

বাংলাদেশ ঘণবসতিপূর্ণ, জনবহুল এবং কৃষিভিত্তিক দেশ যেখানে দারিদ্র্য কৃষি ও গ্রাম শব্দ তিনটির সহাবস্থান গ্যাস ও বিদ্যুৎসহ জ্বালানি খাতে সংকট, নিম্নমানের রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সীমিত আকারের দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা, অপর্যাপ্ত বাজার ব্যবস্থা ও মূলধন গঠন এবং সঙ্গতকারণে কৃষি ও শিল্পায়নে অপ্রতুলতা, পুরানো ও গতানুগতিক এবং অনুৎপাদনশীল চিন্তাভাবনা, বৃহৎ আকারের উৎপাদনের সম্ভাবনা ও প্রচেষ্টার অকৃতকার্যতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পশ্চাতমুখী অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে বিদ্যমান। কৃষিবিত্তিক বাংলাদেশে পতিত জমির ব্যবহার, সার বীজ, কারিগরি, প্রযুক্তি, সেচ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদীভাঙ্গন আবার বন্যা নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে নদীমাতৃক এদেশে নদী-পাড়ে বাঁধ নির্মাণ, বনায়ণ কর্মসূচি গ্রহণ পানি সংরক্ষণে খাল খনন এবং কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন এবং আধুনিক কৃষি চাষ পদ্ধতি ইত্যাদি গবেষণা ও প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবাখাত ইত্যাদির সমন্বয়ে এবং ব্যাপক উন্নয়নের স্বার্থে জ্বালানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, নদী ও সামুদ্রিক বন্দর, রেলওয়ে যোগাযোগ ইত্যাদি সামাজিক মূলধন গঠন বিশেষভাবে সহায়ক। সমান্তরালভাবে বাংলাদেশর পোশাক শিল্প, জনশক্তি রফতানি, মৎস চাষ ও হিমায়িত খাদ্যের রফতানি, চা চামড়া উৎপাদ ও রফতানি, Ship Breaking Industry, স্বল্প মূল্যে মানসম্পন্ন ও রফতানিযোগ্য আরো কিছু দ্রব্যাদি যেমন- ওষুধপত্র, ইলেকট্রনিকস, কসমেটিকস ইত্যাদির সামগ্রিক উৎপাদন ও রফতানি খাতের আওতা সম্প্রসারণ করতে হবে। সংক্ষেপে ভোগ ও বিনিয়োগ সাপেক্ষে মূলধন গঠন ও দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অতিব জরুরি।

According too Economics. Semuelson and Nortdhaus, 18th Edition Overcoming the barries of poverty often requires a concerted effort on many fronts and some development economics recommend a BIG PUSH investment forward to break the vicious cycle. If a country is fortunate. simultaneous steps to invest more, improve health and education, develop skills and curb population growth can break the vicious cycle of poverty and stimulate a virtuous cycle of rapid economic development.

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির জন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে তা হল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দক্ষতার উন্নয়ন, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সমান্তরালভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, দুর্নীতি দমন ও আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতা দূরীকরণ। এই সঙ্গে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পূরক ও পরিপূরক হিসাবে 'BIG PUSH' investment' কার্যক্রম সম্পন্ন করার স্বার্থে দেশী বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি, রফতানি ও আন্তার্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি ইত্যাদি সব রকমের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিষয়ক উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি